দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ২ ...

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ঃ প্রভোস্টদের পদত্যাগ ঃ তদন্ত কমিটি

রাজশাহী ভার্সিটি হলে ব্যাপক হামলা ঃ নিহত ১ আহত ৭০

নিহত ছাত্র জুবায়ের চৌধুরী রিমু —দৈনিক বাংলা ফ্যাক্স

স্টাফ রিপোর্টার ঃ রাজশাহী, ১৯ সেপ্টেম্বর।– শনিবার ভোর রাত সাড়ে তিনটার দিকে সশস্ত্র বহিরাগতদের ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রায় দুই শতাধিক কর্মীর অতর্কিত হামলায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মৈত্রী নেতা জুবায়ের চৌধুরী রিমু নিহত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলের প্রায় ৭০ জন ছাত্র আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ১৩ জনকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৯ জনের অবস্থা আশংকাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। হামলাকারীরা স্টেনগান, কাটা রাইফেল ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে এবং দেড় শতাধিক বোমা ফাটায়। এ সময় বিভিন্ন হলের প্রায় ৭০টি কক্ষে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। ঘটনার প্রেক্ষিতে আজ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং বেলা তিনটার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। ঘটনা তদন্তের জন্য প্রফেসর আবুল ফজলকে চেয়ারম্যান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে।

এই হামলার পেছনে ইসলামী ছাত্রশিবির কর্মীদের প্রত্যক্ষ মদদ ও ইন্ধন রয়েছে বলে ছাত্রদলসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন অভিযোগ করেছে।

একদল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র আজ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ওমর ফারুককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। উত্তেজিত ছাত্ররা কয়েকজন সহকারী প্রক্টরকে মাদার বক্স হলের কাছে ধাওয়া করে। এছাড়াও ভারপ্রাপ্ত ভিসির বাসভবনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ভাঙচুর করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, হিসাব পরিচালক ও কয়েকজন প্রভোস্টের সঙ্গে অসদাচরণ করে।

গত শুক্রবার রাতে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে ৩২ জন আহত হবার ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ নগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় নগরীতে একজন শিবিরকর্মী আহত হবার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ধ্যার পর থেকে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাধারণ ছাত্ররা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়লে গতকাল

(৮–এর পৃঃ ৪–এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ৪ ...

(প্রথম পৃঃ পর) **রাজশাহী ভার্সিটি হলে ব্যাপক হামলা**

রাত ১২টার দিকে প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরের একটি দল হলে হলে ঘুরে ছাত্রদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, এর আগে সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে সকল ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে কোন সংগঠনই ক্যাম্পাসে মিছিল করবে না বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে ছাত্র সংগঠনগুলো পরে ক্যাম্পাসে আর মিছিল বের না করায় এবং রাতে প্রক্টরিয়াল বডির আশ্বাসের প্রেক্ষিতে হলের ছাত্ররা স্বাভাবিকভাবেই হলে অবস্থান করছিল। এর পর রাত সাড়ে তিনটার দিকে গ্রামবাসীসহ সশস্ত্র শিবির কর্মীরা শেরে বাংলা হলের ঘুমন্ত ছাত্রদের উপর অতর্কিতে হামলা শুরু করে। এ সময় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। এখানেই ছাত্র মৈত্রী নেতা রিমুর বুকে ছুরিকাঘাত করা হয় এবং তার হাত পায়ের রগ কেটে ফেলা হয়।

রিপোর্টার আরো জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি হলে প্রভোস্টদের সমন্বয়ে গঠিত প্রভোস্ট কাউন্সিলের এক সভায় সন্ত্রাসী ঘটনা, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি, ছাত্রদের অশালীন আচরণ ও প্রভোস্টদের নিরাপত্তাহীনতার কারণে তারা একযোগে পদত্যাগপত্র পেশ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তা আজকের মধ্যেই কার্যকর করার দাবী জানান। ইতিমধ্যেই তারা পদত্যাগপত্র ভারপ্রাপ্ত ভিসির কাছে জমা দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘটনার কথা স্বীকার করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ক্যাম্পাসের দায়িত্ব আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের হাতে দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

আজ সকাল থেকেই হাসপাতালে শত শত মানুষ তাদের আত্মীয়-স্বজনকে খোঁজার জন্য ভিড় জমায়। বিকাল ৩টার মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী হল ত্যাগ করেছে, তবে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ট্রেন ও বাসের অভাবে নগরীর বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। অন্যদিকে শিবির কর্মীরা আজ নগরীতে মিছিল বের না করলেও বুধপাড়া, শিরোইল ও হেতম খাঁ এলাকায় অবস্থান করছে।

বিকালে সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে জুবায়ের চৌধুরীর গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা তিনটার দিকে তার লাশ সাতক্ষীরায় তার নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। জুবায়েরের পিতা মতলেব চৌধুরী সাতক্ষীরা সরকারী কলেজের একজন শিক্ষক বলে জানা গেছে। বিকালে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (ম-হা) ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য নগরীতে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ করে।

এর আগে সকালে ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য সমন্বয়ে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নগরীতে একটি প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল শেষে সাহেববাজার চত্বরে এক সমাবেশে জুবায়েরের খুনীদের বিচার দাবীতে কাল সোমবার রাজশাহী নগরীতে অর্ধদিবস হরতাল আহবান করা হয়।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আজ সন্ধ্যায় বিএনপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জুবায়েরের হত্যায় শোক প্রকাশ করে ঘটনার জন্য ছাত্র শিবিরকে দায়ী করে। সম্মেলনে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি হারুনর রশিদ ও রাজশাহী নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার হোসেন বোকন অভিযোগ করেন, বার বার জামায়াত-শিবির চক্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছে এবং শান্তিপ্রিয় সাধারণ ছাত্রদের উপর নৃশংস হামলা চালাচ্ছে। তারা এসব দোষী ব্যক্তিকে ত্বরিত উপযুক্ত শাস্তির দাবী করেন।

ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (বা-কা), ছাত্রলীগ (ম-হা), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন, সিপিবি পৃথক পৃথক বিবৃতিতে আজকের এই নারকীয় ঘটনার জন্য শিবিরকে দায়ী করেছে এবং অবিলম্বে ঘটনার সঙ্গে জড়িত শিবির কর্মীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবী করেছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক জরুরী সভা আজ রাতে সমিতির সভাপতি প্রফেসর কায়েস উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যতদিন পর্যন্ত না ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রশাসন করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত শিক্ষকরা তাদের কাজে যোগদান করবেন না। তারা আজকের ঘটনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার নিন্দা করেন।

আহতদের মধ্যে ছাত্রদলের জাহিদুল ইসলাম, ছাত্রমৈত্রীর সিরাজুল ইসলাম, শরিফুল ইসলাম, শহীদ, বিনুং, ফরহাদ, মিজানুর রহমান, আযম খান, কাজল, দেলোয়ার হোসেন ও তৌহিদ (গুলিবিদ্ধ) ছাত্রলীগের (বা-কা) পাভা ও সাধারণ ছাত্র ইমরান এই ১৩ জন রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।